ভোলায় স্কুল ভবনের সেপটিক ট্যাংকে নেমে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

ভোলার তজুমদ্দিনের দক্ষিণ-পশ্চিম চাচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক টাংকে নেমে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় একজন নিখোঁজ রয়েছেন।

রোববার বেলা ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শ্রমিকরা নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক টাংকে নামেন সেন্টারিংয়ের খুঁটি খুলতে। পরে ভেতর থেকে তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। এখনও একজন নিখোঁজ রয়েছেন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পল্লব কুমার হাজরা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্যাসের কারণে তাদের মৃত্যু হতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

তজুমদ্দিন থানার ওসি জিয়াউল হক যুগান্তরকে জানান, খবর পেয়ে তারা দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করেন। তিনজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরের আলোচিত শিল্পপতি হাবিব গ্রেফতার

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত ও সমালোচিত হাবিবুর রহমান হাবিব (৪৮) অবশেষে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রাম থেকে সদর থানা

পুলিশের একটি দল তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।
হাবিবুর রহমান হাবিব পিরোজপুর গ্রামে মৃত আজিম উদ্দিনের ছেলে।

কখনো শিল্পপতি, কখনো রাজনৈতিক নেতা আবার কখনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে এলাকার মানুষের সামনে আসার চেষ্টা করেন এই হাবিব।

ঢাকার একটি আদালতে প্রতারণার তিনটি মামলায় তিন বছরের উপরে তার সাজা রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে মেহেরপুর সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাহা দারা খান বলেন, ঢাকার আদালতে সাজা পরোয়ানা তামিল করতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জানা গেছে, প্রতারণার অভিযোগে ঢাকার আদালতে হাবিবের বিরুদ্ধে মামলা করে কয়েকজন। যার ধারা ৪২০ ও ৪০৬। মামলাগুলোতে বিজ্ঞ আদালত ১ বছরের বেশি করে সাজার আদেশ দেন হাবিবের বিরুদ্ধে।

সাজা মাথায় নিয়ে আত্মগোপনে ছিলেন হাবিব। তবে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছিল। শেষ পর্যন্ত আমঝুপি গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় সদর থানা পুলিশ।

বিচারপতি ড. রাধা বিনোদ পাল সম্পর্কে জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে: ব্যারিস্টার সুমন

বিচারপতি ড. রাধা বিনোদ পাল সম্পর্কে অনেকেই জানে না। তার সম্পর্কে বেশি বেশি করে জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির আইন বিষয়ক সম্পাদক ও সুপ্রিম কোর্টের আলোচিত আইনজীবী ও যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন।
তিনি বলেন, একজন বাঙালি আইনবিদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক

উপাচার্য ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দূরপ্রাচ্যে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচারার্থে স্থাপিত আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি গতকাল শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের অখ্যাত গ্রাম কাকিলাদহের জর্জ পাড়া এলাকায় বিচারপতির সেই পুকুর সংলগ্ন পরিদর্শণকালে তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে লাইভে একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, “জাপান-বন্ধু ভারতীয়” বলে খ্যাতি রয়েছে তার। জাপানের ইতিহাসে রাধা বিনোদের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। জাপানের টোকিও শহরে তার নামে জাদুঘর, সড়ক ও স্ট্যাচু রয়েছে। জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি রিসার্চ সেন্টার রয়েছে। তিনি আইন সম্পর্কিত বহু গ্রন্থের রচয়িতা।অথচ আমরা বাঙালীরা অনেকেই তার সম্পর্কে অবগত নই। আমাদের তাঁর সম্পর্কে আরও বেশিবেশি করে জানতে হবে।

তিনি ফেসবুক লাইভে আরও বলেন, ১৯২০ সালে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও ১৯২৫ সালে আইনে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৯-২০ সালে ময়মনসিংহের আনন্দমহন কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তিনি কর্ম জীবন শুর করেন। ১৯২৫-১৯৩০ এবং ১৯৩৬ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইনে অধ্যাপনা করেন। পরবর্তীতে কলকাতা হাইকের্টে আইন পেশায় যোগদান করেন। ১৯৪১-৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৪৩-৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিশাল মাপের প্রতিভাবান ব্যাক্তিত্ব ড.রাধা বিনোদ পালের সুখ্যাতি শুধু পাক ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তার বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের শেষের দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল ১৯৪৬-৪৮ সাল পর্যন্ত জাপানের রাজধানী টোকিও মহানগরীতে জাপানকে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করেও বিশেষ আন্তর্জাতিক আদালতের যে বিচার কাজ শুর করা হয় তিনি ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। তিনি তার ১২০০ পৃষ্ঠার যৌক্তিক রায় দিয়ে জাপান কে যূদ্ধাপরাধ থেকে মুক্ত করেন। তার এ রায় বিশ্বনন্দিত ঐতিহাসিক রায়ের মর্যাদা পায়। এরপর তিনি জাপান বন্ধু ভারতীয় বলে খ্যাতি অর্জন করেন।

এসময় তিনি বিচারপতির নামে একটি স্কুল পরিদর্শন করেন স্থানীয়দের সাথে কথা বলেন। এসময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মোদি আসছেন আমরা আনন্দিত, অমীমাংসিত বিষয় তুলতে চাই না

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এবারের সফর হবে শুধুই উদযাপনের। দুই দেশের অমীমাংসিত বিষয়গুলো আমরা এবার তুলতে চাই না।

শুক্রবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, নরেন্দ্র মোদি আসছেন- এতেই আমরা অনেক খুশি। শুধু উনি না, উনার দেখাদেখি আরও চারজন রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান আসছেন। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান আসছেন। আমরা খুবই আনন্দিত, ইট শোজ দা হাইট অব ডিপ্লোম্যাটিক ম্যাচুরিটি অ্যান্ড এচিভমেন্ট।

এর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে গত বছরের ১৭ মার্চ জাতীয় পর্যায়ে বড় আকারে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। ওই অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদির অংশ নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার কারণে সব স্থগিত করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে চলতি মাসের ১৭ থেকে ২৬ মার্চ- টানা ১০ দিন জাতীয় পর্যায়ে বেশ কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ২৬ মার্চ মোদির ঢাকা সফরে আসার কথা রয়েছে। পরদিন সাতক্ষীরার যশোরেশ্বরী মন্দির, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ ও কাশিয়ানীর ওড়াকান্দিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের একটি মন্দিরে যাওয়ার কথা রয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর।

দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা তিস্তা চুক্তির বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরে কোনো আলোচনা হবে কি না- এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেন, ওগুলো বাদ। আমরা যেটা চাই- সেটা হচ্ছে এই যে একটি আনন্দ উৎসব, আমাদের বড় উৎসবে সবাই

আসছেন, এতে আমরা আনন্দিত। দিস ইভেন্ট শুড নট বি অ্যান অকেশন ফর রিজলভিং…।

নরেন্দ্র মোদির এবারের সফরে কী কী কর্মসূচি থাকছে- সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ড. মোমেন বলেন, মহামারির মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বিদেশ সফর হবে বাংলাদেশে। এই কোভিডের সময় তিনি আর কোথাও যাননি। তিনি যে শুধু ঢাকায় আসতেছেন তা নয়; আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যাবেন। সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া, ওড়াকান্দি যাবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

90
Shares
facebook sharing buttonmessenger sharing buttontwitter sharing buttonpinterest sharing buttonlinkedin sharing buttonprint sharing button

শ্বশুরবাড়ির লোক বলে কথা, একটু বেশি তো শুনতেই হবে’

দেশের মানুষের শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বৃহস্পতিবার দেশের ২০ জেলার ৭০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ‘কমিউনিটি ভিশন সেন্টারের’ উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তিনি ‘কমিউনিটি ভিশন সেন্টার’ এর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূলের মানুষের চক্ষুসেবা নিশ্চিতে আমরা কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। কমিউনিটি ভিশন সেন্টারের মাধ্যমে মানুষ এখন সহজে চক্ষুসেবা পাবেন।

তিনি আরও বলেন, আসলে চক্ষু চিকিৎসার অনেক খরচ। সাধারণ মানুষ এই খরচটা দিতে পারে না। কিন্তু তারা এদেশের নাগরিক, তারা চিকিৎসা

পাবেন না? আমি তো শুধু প্রধানমন্ত্রী না, আমি তো জাতির পিতার কন্যা। সেই হিসেবে আমি মনে করি এটা আমার দায়িত্ব। এবং সেই দায়িত্বই আমরা পালন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলা, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার কর্মকর্তা এবং উপকারভোগীদের কথা শোনেন।

এ সময় পীরগঞ্জে চক্ষু চিকিৎসা নিচ্ছেন এমন এক উপকারভোগীর সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই নারী চক্ষু চিকিৎসায় আরও সুযোগ-সুবিধা দেয়ার অনুরোধ জানান।

পীরগঞ্জের ওই নারী বলেন, আমার স্বামী এখান থেকে অপারেশন করে কালো চশমা পেয়ে অনেক সুস্থ আছেন।

প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করেন আপনি আর কিছু বলবেন? জবাবে তিনি বলেন, বলতে চাই; চক্ষু চিকিৎসায় আমাদের এখানে আরও অনেক সুবিধা দেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী তার কথা মনোযোগ সহকারে শুনেন। তার কথা শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এগুলো করে দিচ্ছি, সব করে দেব।

পরে প্রধানমন্ত্রী হাসতে হাসতে বলেন, আরে শ্বশুরবাড়ি বলে কথা, একটু বেশি কথা তো শুনতেই হবে।

এসময় করোনা সংকট শেষ হলে পীরগঞ্জে যাবেন বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট থেকে ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য দেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক, ন্যাশনাল আই কেয়ারের পরিচালক প্রফেসর ডা. গোলাম মোস্তাফা ও স্বাস্থ্য বিভাগের সচিব আবদুল মান্নান।

মামলা করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী!

জমির দখল ঠেকাতে আদালতে মামলা করে আসামিদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ঝর্ণা বেগম (৫০) নামে এক নারী।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রতিপক্ষের লোকেরা বিবদমান সম্পত্তিতে ভবন নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ ভুক্তভোগী ওই নারীর।

ঘটনাটি ঘটেছে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার রাতইল ইউনিয়নের ঘোনাপাড়া গ্রামে। ঝর্ণা বেগম ওই গ্রামের মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা সোহরাফ হোসেনের স্ত্রী।

জানা গেছে, উপজেলার ৯০নং ঘোনাপাড়া মৌজার বিআরএস ২৬৮, ৫৩৫, ২৬৯নং খতিয়ানের বিআরএস ২৬৮, ৫৩৫, ২৬৯ দাগের ৩৪ শতাংশ জমি নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল।

জমির দাবিদার ঝর্ণা বেগম গত ১ মার্চ গোপালগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নালিশি সম্পত্তি নিয়ে একটি মামলা করেন। মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ওই সম্পত্তিতে উভয়পক্ষের প্রবেশ, স্থাপনা নির্মাণসহ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কাশিয়ানী থানার ওসিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আদালত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রতিপক্ষ বাচ্চু মোল্যা লোকজন নিয়ে ভবন নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভুক্তভোগী ওই নারী অভিযোগ করে বলেন, আমার সম্পত্তিতে জোর করে প্রতিপক্ষ বাচ্চু মোল্যা ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করেন ও আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দিলে আমি আদালতে একটি মামলা করি। মামলায় ওই সম্পত্তিতে আদালত স্থিতাবস্থা জারি করেন। মামলার পর থেকে বাদী ও বাদীর পরিবার আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ভয়ে আমি দুই সপ্তাহ ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

তিনি বলেন, আমার স্বামী বেঁচে নেই। আমার ছেলেরা চাকরি করে। আমি বাড়িতে একা থাকি। এ সুযোগে আমার জমি দখল করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আমার ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে আসছে। এর আগেও তারা আমাকে একাধিকবার মারধর করেছে। আমি ভয়ে আমার আত্মীয় বাড়িতে এসে আশ্রয়

নিয়েছি। ভয়ে বাড়িতে ফিরে যেতে পারছি না।

বাচ্চু মোল্যার ছেলে জাহিদুল ইসলামের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা হলে তিনি হুমকি-ধমকির কথা অস্বীকার করে বলেন, সিমেন্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তাই কিছুটা কাজ করেছিলাম। পুলিশ এসে বন্ধ করে দেওয়ার পর আর কাজ করেনি। বিষয়টি এলাকাবাসীকে নিয়ে সমঝোতার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সহকারি কমিশনার (ভূমি) আতিকুল ইসলাম বলেন, আমি বিষয়টি অবগত হয়েছি এবং ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তাকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে বলেছি।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কাশিয়ানী থানার এএসআই পলক কুমার বারুরী বলেন, বিবদমান সম্পত্তিতে উভয়পক্ষকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বলা হয়েছে। তবে কাজ করছিল খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। পুনরায় কাজ করলে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া বাদীর আইনগত অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

গহনা বিক্রির টাকা না দেওয়ায় স্ত্রীর কব্জি কাটল স্বামী

হবিগঞ্জের মাধবপুরে সোনার গহনা বিক্রি করে টাকার না দেওয়ায় ফাইমা বেগম (২৩) নামে এক নারীর হাতের কব্জি কেটে দিয়েছে তার স্বামী।

শুক্রবার সকালে এলাকাবাসী ওই নারীকে উদ্ধার করে হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এর আগে রাতে মাধবপুর উপজেলার পিয়াম গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহত ফাইমা ওই গ্রামের শামীম মিয়ার স্ত্রী। তার বাবার বাড়ি লাখাই উপজেলার গুণিপুর গ্রামে।

ফাইমার বড় ভাই আজিজুর রহমান যুগান্তরকে জানান, দুই বছর আগে শামীম

মিয়ার কাছে ফাইমাকে বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পর থেকেই বিভিন্ন সময় শামিম তার স্ত্রীকে টাকার চাপ দিত। একাধিকবার তারা টাকা দিয়েছেন। এরপরও ফাইমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করত শামীম। এ নিয়ে সামাজিকভাবে একাধিকবার বৈঠকও হয়েছে।

তিনি জানান, সম্প্রতি ঘরে রাখা সোনার গহনা বিক্রি করে টাকার জন্য চাপ দেয় শামীম। কিন্তু ফাইমা টাকা না দেওয়ায় শামীম তাকে মারপিট করে। এক পর্যায়ে শামীম ঘরে থাকা দা দিয়ে ফাইমার হাতে কোপ দিয়ে কব্জি কেটে ফেলে।

স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করেন।

মাধবপুর থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক যুগান্তরকে জানান এ বিষয়ে এখন কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

64
Shares
facebook sharing buttonmessenger sharing buttontwitter sharing buttonpinterest sharing button

বসতঘরে ঝুলছিল যুবকের লাশ

বান্দরবানের লামা উপজেলায় নিজ ঘরে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উপজেলা সদর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের হাসপাতালপাড়ার বাড়ি থেকে তার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। পারিবারিক কলহের জেরে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে জানান স্বজনরা।

নিহত যুবকের নাম শফিক মিয়া (৩৪)। তিনি ১নং ওয়াড়ের বাসিন্দা নুরুল আলমের ছেলে।

লামা থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, ঘটনার পর নিজ ঘর থেকে নিহত ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

ব্রাজিলে সব রেকর্ড ভেঙে একদিনে ২২৮৬ জনের মৃত্যু

কোভিড-১৯ মহামারীতে বিপর্যস্ত ব্রাজিলে ২৪ ঘণ্টায় দুই হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে করোনা দাপট দেখালেও একদিনে এত সংখ্যক মৃত্যু হয়নি লাতিন আমেরিকার দেশটিতে।

দেশটিতে বুধবারই ২২৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিন ৭৯ হাজার ৮৭৬ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস ধরা পড়ে, এটি একটি রেকর্ড। একই দিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু ও সংক্রমণের ঘটনা ঘটল দেশটিতে।

এ নিয়ে দেশটিতে দুই লাখ ৬৮ হাজার ৩৭০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলশিক্ষার্থীদের বাস খাদে, নিহত ২৭

ভ্রমণ থেকে ফেরার পথে গিরিখাদে পড়ে ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলছাত্রদের একটি বাসের ২৭ যাত্রী নিহত হয়েছেন।

বুধবার রাতে জাভা দ্বীপে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে দেশটির পরিবহন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। খবর রয়টার্সের।

বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে উদ্ধারকারী সংস্থা জানিয়েছে, পশ্চিম জাভা প্রদেশের সুমাদাং শহরের কাছে বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। এতে বাসটি গিরিখাদে পড়ে যায়।

বাসটিতে করে স্কুলের শিক্ষার্থী এবং তাদের কয়েকজন অভিভাবক ভ্রমণ

থেকে ফিরছিলেন বলে ইন্দোনেশিয়ার পরিবহন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। এ ঘটনায় ৩৯ জন মানুষকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনাস্থলের ছবিতে দেখা গেছে, দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকর্মীরা ক্ষতিগ্রস্তদের সন্ধানের চেষ্টা করছে।

স্থানীয় অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংস্থার কর্মকর্তা সুপ্রিয়ানো জানান, ঘটনার পর সবাইকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। উদ্ধার ব্যক্তিদের নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

তবে কী কারণে বাসটি গিরিখাদে পড়ে গেছে তা জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।